R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

বিবাহ ও যে কোন শুভ অনুষ্ঠানে বাড়ী ভাড়া দেওয়া হয়। জল ও বিদ্যুতের বন্দোবস্ত আছে।
অনুসন্ধান করুন—
মঙ্গলদীপ
প্রযত্নে—রকমারী
(ফাঁসিতলা)
রঘুনাথগঞ্জ, মর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ :: ফোন নং-৬৬-২২৮

৮১শ বর্ষ
৩২শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৬শে পৌষ বুধবার, ১৪০১ সাল।
১১ই জানুয়ারী, ১৯৯৫ সাল।
নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫ টাকা

নতুন চোরা ঘাট বাহুরা দিয়ে নিয়মিত প্রচুর চাল বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে

বিশেষ প্রতিবেদক : চাল বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে যাচ্ছেই। রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের জোতকমল পঞ্চায়েতের বাহুরা চোরাচালান ঘাট দিয়ে প্রচুর চাল, চামড়া যাচ্ছে। ঘাটটি বড়শিমূল গ্রামের পাশে কয়েকমাস হ'ল গজিয়ে উঠেছে। অনেকে অভিযোগ করছেন, খেজুরতলা এবং বোলতলা ঘাট এস পি-র তৎপরতায় বন্ধ হবার পর পুলিশ-প্রশাসনের একাংশ অসৎব্যক্তিদের মদতে বাহুরা ঘাটটি চালু হয়েছে তাঁদের প্রচুর মাসোহারার রোজগার চালু রাখতে। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, জঙ্গিপুর সদরঘাট দিয়ে সাইকেল-ভ্যানে করে চালের বস্তা নৌকায় পার হয়ে ছোটকালিয়াই, জয়রামপুর, নেংড়িটোলা, বাঁধের উপর দিয়ে ঘাটে পৌঁছে যায়। বর্তমানে জঙ্গিপুর গাড়ীঘাট দিয়ে চালের বস্তা পার হচ্ছে সাধারণের অজান্তে ভোর রাতে ভ্যানে করে। পুলিশ হাত পেতে বস্তা পিছু দু'টাকা সেলামী আদায় করে। কোন কোন ক্লাবের ছেলেরাও প্রতি বস্তা পাঁচ টাকা আদায় করে জোর করে। গরীব চাল ব্যবসায়ীরা জানান, এতে পুলিশের একাংশের মদত আছে। এলাকার সচেতন মানুষের ক্ষোভের আশঙ্কায় সমস্ত চাল এক রাস্তায় বহন করা হয় না। বিভিন্ন রাস্তায় ভাগ করে জনবহুল এলাকা এড়িয়ে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে প্রচুর চাল। আরও জানা (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রেল দপ্তরের মঞ্জুরী সত্য কিনা সন্দেহ সাগরদীঘির মানুষের

নিজস্ব সংবাদদাতা : ইষ্টার্ণ রেলের কলকাতা অফিস থেকে এস এ মল্লিক এ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার সাংসদ সইফুদ্দিন চৌধূরীকে তাঁর ডি ও নং জি ৪৩৯/ডি জি এম জি/২০০ (এ)/৯৪ তাং ২৯ আগষ্ট '৯৪ এ জানিয়েছেন সাগরদীঘি রেল ষ্টেশনে পি এফ শেডের জন্য ৯ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়েছে এবং নির্মাণের কাজ চলছে। কিন্তু সাগরদীঘির জনগণ এই চিঠির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান। কেন না, এখন পর্যন্ত কোন নির্মাণ কাজই সেখানে আরম্ভ হয়নি, এমন কি কোন মেটিরিয়াস্ও এসে পৌঁছোয়নি। জনগণের আর একটি দাবী সম্বন্ধেও জেনারেল ম্যানেজার জানান হাওড়া—আজিমগঞ্জ লাইনের জন্য নতুন করে কোন ট্রেন দেবার প্রয়োজন নেই। কারণ যে ট্রেন আছে তাতেই অণ্ডাল—সাঁইথিয়া বা রামপুরহাট—হাওড়া ট্রেনের যোগাযোগ চলছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তা দেখা যায় না বলে জনসাধারণ জানান। তাঁদের কথা আজিমগঞ্জ ভায়া সাগরদীঘি কোন ট্রেনই ঐ প্রয়োজনীয় ট্রেনগুলিকে ধরিয়ে দিতে পারে না। সেই জন্যই তাঁরা চেয়েছিলেন ভোর ৩-৩০ মিঃ নাগাদ আপ-ডাউন দুটি ট্রেন সাগরদীঘিতে সংযোগ পাবার জন্যই। রেল দপ্তরের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ যে সঠিক খবর রাখেন না, এটি তার আর একটি প্রমাণ। রেল দপ্তর আরও জানিয়েছেন চলতি ট্রেনগুলির সময় পরিবর্তনও তাঁরা অপ্রয়োজনীয় মনে করেন। অর্থাৎ তাঁরা কলকাতায় বসে যেটা মনে করেন সেটাই সঠিক, জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে যে অসুবিধা বোধ করছেন তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। রেল দপ্তরের এই অদ্ভুত মনোভাবে সাগরদীঘির জনগণ রীতিমত ব্যথিত। তাঁরা রেল দপ্তরকে ভালভাবে সরজমিন তদন্তের অনুরোধ (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফরাক্কা বৃহৎ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে রেকর্ড উৎপাদন

ফরাক্কা, ৫ জানুয়ারী : তাপবিদ্যুৎ সূত্রে জানা যায় ১৯৯৪ সালে ফরাক্কা কেন্দ্রে বার্ষিক সর্বোচ্চ ৪০৯৬ মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে। ১৯৯৩ সালে সর্বোচ্চ উৎপাদন ছিল ৩৭০৪.৬ মিলিয়ন ইউনিট। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্ল্যান্ট লোড ৭০.৫% থেকে দাঁড়ায় ৭৭.৯৩% এ ১৯৯৪ সালে। এই প্লান্টের রেকর্ডে দেখা যায় মাসিক সর্বোচ্চ উৎপাদন হয় ৯৩.২৮% প্লান্ট লোডে ৪১৬.১৪ মিলিয়ন ইউনিট। ১৯৯৩ এ মাসিক উৎপাদনের সর্বোচ্চ রেকর্ড ছিল ৯০.০২% প্লান্ট লোডে ৪০১.৮৬৭ মিলিয়ন ইউনিট যা রেকর্ড করা হয় জানুয়ারী ১৯৯৩ এ। বর্তমানে ২০০ মেগাওয়াটের তিনটি ইউনিট কাজ করে চলেছে। এবং আর একটি ৫০০ মেগাওয়াট ইউনিট (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

রেশম কাপড় ছিনতাই অভিযোগে গ্রেপ্তার—৩

মির্জাপুর : গত ৮ জানুয়ারী ডাউন মালদা হাওড়া ট্রেন ধরতে যাবার পথে ৬/৭ জন দুর্বৃত্ত স্থানীয় জৈন সম্প্রদায়ের কিছু রেশম ব্যবসায়ীকে আটক করে তাঁদের কাছ থেকে রেশমের কাপড় ছিনতাই করে ও ধোঁয়া বোমা ফাটিয়ে পালিয়ে যেতে থাকে। সেই সময় কিশোর বাহিনীর স্পোর্টস্ চলছিল। ব্যবসায়ী-দের চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে যুবকরা ধাওয়া করলে দুর্বৃত্তরা কিছু মাল ফেলে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানার ওসি প্রবীর রায় ঘটনাস্থলে পেঁছান এবং তদন্ত শুরু করেন। পরের দিন দুপুরে ষ্টেশন চত্বর থেকে সন্দেহক্রমে বিদেশী সেখ, সুধীর সিংহ ও ভকত সাহা নামে তিনজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

বাজার খু জে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে পৌষ বুধবার, ১৪০১ সাল

এসো পৌষ যেও না—

বাংলার ছয় ঋতুর সেরা ঋতু বসন্ত। তখন পড়ে গরমের আমেজ। শীতের প্রখরতা কমিয়া আসে, আবার গরমের আভাষ মাত্র গায়ে লাগে। গাছে গাছে ফুটিয়া উঠে ফুল। নব কিশলয় দেখা দেয় শাখি শাখে। শরীর মনে জাগিয়া উঠে আনন্দের শিহরণ। তবুও পৌষ মাসকেই বলা হয় লক্ষ্মী মাস। যদিও এই মাসে শীতের কুহেলীতে চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। শরীরের জড়তা যাইতে চাহে না। তবুও এই মাসে মানুষের আধিক স্বচ্ছলতা জীবনকে করিয়া তোলে আনন্দ মুখর। বাংলার ক্ষেতে ক্ষেতে সোনার ধান। সেই পাকা ফসল কাটিয়া ঘরে আনিবার জন্য চাষীরা বড় আরামে পরিশ্রম করে। মনে আনন্দ নূতন উপার্জনের প্রত্যাশায়। শরীরের ক্লান্তি সহনীয় শীতের শীতলতার স্পর্শে। কৃষকের, গৃহস্থের, চোখে ফুটিয়া উঠে সোনার স্বপ্ন। মনে জাগিয়া উঠে খুশীর উন্মাদনা। সে কারণেই স্বল্পবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত সকলেই আনন্দ উৎসবে, লক্ষ্মীর আরাধনায় মাতিয়া ওঠে। এই মাসেই 'ধান কাটা হয় সারা'। ভারা ভারা ধান গো শকটে বোঝাই হইয়া মাঠ হইতে ঘরে আসে। বাতাসে ভাসে ধানের গন্ধ। অপরদিকে তরিতরকারীর ক্ষেতেও অপর্যাপ্ত ফসলের সমারোহ। ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, মূলো, পালং প্রভৃতি বিবিধ শাকের আমদানী হাটে বাজারে। সব্জী মূল্য হয় নিম্নমুখী। সকল প্রকার মশলার দামও এই মাসেই কম থাকে। নূতন ধানের নূতন চাউল বাজারে আসিয়া উপস্থিত হয়। চাষীর ঘরে যেমন অপর্যাপ্ত ফসল, তরীতরকারী, সব্জীর বিনিময়ে আসে অর্থ। আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখা দেয় সকল শ্রেণীর গৃহস্থের ঘরে। সেই আনন্দকে উপলব্ধি করিবার জন্যই গ্রামের শহরের যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা, স্ত্রী-পুরুষেরা এই সময়ে চিত্তবিনোদনের মানসে বনভোজনের আয়োজন করে। এই সময়েই সূর্য্যের কিরণেও আসে সুখের স্পর্শ, স্নিগ্ধতা যাহা শরীর ও মনে জাগায় পরম তৃপ্তি। ঘরে ঘরে লক্ষ্মী পূজাকে কেন্দ্র করে হয় পিঠাপুলি, পায়েস প্রভৃতি রুচিকর ভোজনের আয়োজন। সেই কারণেই পৌষকে আহ্বান করিয়া বাঙ্গালী হৃদয় মাতিয়া উঠিয়া বলে—'এসো পৌষ যেও না।' পৌষ বরণ বাঙ্গালীর অতি প্রাচীন প্রথা। এই বছরও তার ব্যতিক্রম হয় নাই। অবশ্য বাজারে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এই বৎসর দর একটু ঊর্ধ্বে রহিয়াছে। নূতন চাল ছয় সাত টাকা কেজি। সরিষার তৈল বত্রিশ তেত্রিশ করিতে করিতে আটত্রিশে পৌঁছিয়াছে। তরীতরকারীর দামও বেশ উঁচুতে। ফুলকপি চারে আসিয়া আর নামিতেছে না। বেগুন তিনের নীচে আসিবার সম্ভাবনা কম। শাকের, মূলার দাম দুই টাকার নীচে নামিতেছে না। তবুও বৎসরের অন্যান্য মাসের মত তরকারীর দর নাই। সারা বৎসরে বেগুন ছিল ছয় সাত, আলু চার পাঁচ। এখন কিন্তু আলুর দাম আড়াই তিনে নামিয়াছে। পৌষ শেষ হইতেছে। সুখের এই মাসটিকে বিদায় দিতে মানুষ বড়ই ব্যথিত। শীতের প্রচণ্ড আক্রমণে পর্যুদস্ত দরিদ্র মানুষও আহারের সুখের জন্যই এই মাসকে বিদায় দিতে চাহিতেছে না। তাই সংক্রান্তি উৎসবে পৌষের শেষ দিনে লক্ষ্মী মাসকে আবাহন করিয়া বেদনার্ত কণ্ঠে কহিতেছে—এসো পৌষ, যেও না।'

আবোল-তাবোল

॥ দিল বচ্‌পন্ ॥

অনুপ ঘোষাল

কারো বয়েস জিগ্যেস করা অভদ্রতা। মেয়েরা তো রীতিমত অপমান বোধ করেন আর পুরুষও এ প্রশ্নে কম অস্বস্তিতে পড়েন না। নিজের বয়েস লুকোন না, এমন মানুষ আর কটা!

দিন যায়, মাস যায়, বছরের পর বছর। অপ্রতিরোধ্য তার গতি। হৈ হৈ করে সময় পিছলে পালাচ্ছে। শিশু থেকে বালক—ট্যাঁ থেকে ভ্যাঁ, বালক হচ্ছে কিশোর—নাকের নিচে নরম প্রজাপতি, কৈশোর ফুরিয়ে প্রখর যৌবন—দো চিজ্ বঢ়ি হ্যায় মস্ত মস্ত, যৌবন থেকে লাফ মেরে প্রৌঢ়ত্ব—জুলফির রুপোলি চুল কটাকে উপড়ে না ফেললে সামলানো যাচ্ছে না; তারপর বার্দ্ধক্য—সব সাদা, শান্তি। বলহরি হরিবোল। বেড়ে খেল্ দুনিয়ার!

যৌবনকে মানুষ ভালবাসে। প্রৌঢ়ত্ব, বার্দ্ধক্যকে বড় ভয়। মানুষ বুড়োতে চায় না। চাই না বলে মাথা খুঁড়লেও সময় হতচ্ছাড়া তো থামে না, ছুটছে তো ছুটছেই। চোখে চাল্‌শে ধরে, চুলের রঙ বদলায়, চিকন চামড়ায় ঈশ্বরথোপা খাসা 'গিলে' করে দেন। দাদা থেকে কাকু। সেই কাকু থেকে জেঠু-মামু নয়, হঠাৎ একদিন পথঘাটের ছোকরার কণ্ঠে 'দাদু' ডাকে কেঁপে ওঠে বুকের ভেতর। হয়ে এল হে, তৈরি হয়ে নাও!

মামদোবাজি, তৈরি হয়ে নাও বললেই হল? মানুষ হাল ছাড়ে না সহজে। চুলে চাপে রঙ, দাঁত বাঁধাই হয়। হাতের চামড়ার 'গিলে' ঢাকতে ফুলহাতা পাঞ্জাবিতে 'গিলে' করে আতর চাপিয়ে দেন। শখের গোঁফটি কাঁচা-পাকায় ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি হতেই মুড়িয়ে সাফ। ক্লিন-শেভড্ চকচকে বাবু। বয়েস শুধোলে ঢোঁক গিলে বলেন, 'দূর ময়, কী যে বলেন! এই তো চল্লিশ পেরোলুম!' একচল্লিশেও চল্লিশ পার, আর পঞ্চাশেও 'চল্লিশ পেরোলুম' বললে—কী আর মিথ্যেটা বলা হল? বউ বললে, ঢং! বুড়োতে চলল, এখনও শখ গেল না, শখ বলে কথা, গেলেই হল? তোমার কাছে বুড়ো-হাবড়া, দাঁত খুলে আদর করতে গেলে সোহাগ ফসকে যায়? কিন্তু বাইরে? ঘরের বাইরেও তো একটা দুনিয়া আছে। রঙিন পৃথিবী। সেখানে বসন্তের হিল্লোল বারো মাস। সেই বাইরের জগৎটায় মানুষ বুড়োতে যাবে কোন আক্কেলে? মনোহারির দোকানদার জানালেন—অল্প বয়েসে যাদের চুল পেকে যাচ্ছে তারা কলপ কিনছে না। চামড়ার টানে বয়েসটা তো সত্যিই বুড়িয়ে যাচ্ছে না তাদের! তাদের অত মাথাব্যথা নেই। যত 'হেয়ার-ডাই' এর ক্রেতা ষাট ছুঁই ছুঁই 'দিল্ বচ্‌পন্' বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। বুড়ো না হলে কেউ কলপ কেনেন না। 'উম্‌র্ পচপন্' এ 'দিল বচপন্' রাখার জন্য রঙ চাই ভিতরে বাইরে। শুধু চুল রঙ নয়, একটু চিকন জামাকাপড়, ফুরফুরে এসেন্স, দুবেলা ক্লিন শেভ, ঠোঁটে দুকলি হিন্দি ফিল্মের হুনহুন···। যৌবনকে জাপ্টে ধরে রাখব। বউ বুড়ো-হাবড়া বলে চিল্লিয়ে গলা ফাটাক, বাজারে দাম কমাব কেন?

চুলে টাটকা কলপ চাপিয়ে, ফুলছাপ গেঞ্জিতে চমকে চোখের কোণায় ফ্যাশনেবল যুবতীটির দিকে নজর ছোঁয়াতেই মেয়েটি এসে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললে, 'জ্যাঠামশাই, চিনতে পারেননি? আমি ভুবন মিত্তিরের মেয়ে মিলি!' ভুবন, মানে ছেলেবেলার সেই বন্ধু। খুকিটা এত বড় হয়ে গেছে? ছিঃ ছিঃ! এতগুলো বছর গড়িয়ে গেল কোন ফাঁকে! চাবুক খেয়ে অমুকবাবু চুলের রঙ কেনা ছাড়লেন। সংসারে মাসে দুশিশির দাম চৌষট্টি টাকা সাশ্রয়। দুব্‌লা স্ত্রীর জন্য দুবেলা দুধ বরাদ্দ করা গেল।

বয়েস হঠাৎ কমে যায় কারো কারো। নানা কারণে। ঠিক বয়েসে বিয়ে না হলে কিংবা আচমকা বউ মরে গেলে দুমদাম করে বয়েস কমতে থাকে। (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আনন্দধারার ৫ম বার্ষিকী সমাবর্তন উৎসব

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ২১ ও ২২ ডিসেম্বর আনন্দধারার সমাবর্তন উৎসব এক মনোরম পরিবেশে স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রচুর দর্শকের সমাগম দেখা যায়। মানপত্র প্রদান করেন রঘুনাথগঞ্জ ব্লক ১নং, ব্লক নং ২ এর বিডিও ও পৌরপিতা। প্রথম দিন নাট্যম্ বলাকার নাটক 'হেঁয়ালী' দ্বিতীয় দিন আনন্দধারার 'বুদ্ধুভুতুম' ও 'লালকমল-নীলকমল' নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। এছাড়া কথক নৃত্যে শর্মিষ্ঠা সাহা, রবীন্দ্রসঙ্গীতে শর্মিলা মাইতি, টপ্পাঙ্গে আশীষ উপাধ্যায়, লোকগীতিতে সুপ্রকাশ দাস ও বুদ্ধু-ভুতুমের নেপথ্যে অনমিত্র ব্যানার্জী ও জয়তী ঘোষাল বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

নিখোঁজ গৃহবধুর খোঁজ মিলল

সাগরদীঘি ঃ গত ৪ ডিসেম্বর থেকে লাইলি বেগম নামে এক গৃহবধু তাঁর শ্বশুরবাড়ী থেকে নিখোঁজ হন। খবর ফুলবাড়ীর এই মেয়েটির বিয়ে হয় প্রায় দু'বছর আগে নলহাটি মোস্তফাডাঙ্গা গ্রামের বাবুল সেখের সঙ্গে। শ্বশুরবাড়ীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কোলের বাচ্চা নিয়ে সে উধাও হয়ে যায়। এরপর বাপের বাড়ী ও শ্বশুর বাড়ী থেকে খোঁজাখুঁজি শুরু হলেও তাকে পাওয়া যায় না। গত ১৩ ডিসেম্বর ফুলবাড়ীর এক মহিলা কাপড় বিক্রি করে কলকাতা থেকে ফেরার পথে মেয়েটিকে গুসকরা ষ্টেশনের কাছে দেখতে পেয়ে লায়লির বাবাকে খবর দেয়। লাইলির বাবা ১৪ ডিসেম্বর গুসকরা গিয়ে মেয়ের দেখা পান ও তাঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনেন।

বি জ্ঞ প্তি

এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, থানা রঘুনাথগঞ্জ অধীন মৌজা বাসুদেবপুর মধ্যে দাগ নং ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৯ (R.S.)। পরিমাণ যথাক্রমে ০.২০ শতক, ০.২২ শতক, ০.৩১ শতক, সম্পত্তির স্বত্বমালিক ও দখলিকার মৃত মহঃ আইউব, পিতা মৃত গুলজার হোসেন, স্ত্রী আমেনা খাতুন ও দুই কন্যা ওহিদা খাতুন, জাহিদা খাতুন, ভ্রাতা গোলাম জিলানী, ভাগ্নী জাইগুন্নেশাকে ওয়ারিশ রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। বর্তমানে ইঁহারাই উক্ত সম্পত্তি এজমালিতে ভোগদখল করিতেছেন। মহঃ আইউবের স্ত্রী, কন্যার নিকট হইতে কোন ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করিলে নিজ দায়িত্বে করিবেন।

গোলাম জিলানী
৩/২, ক্রস লেন, নারকেলডাঙ্গা
কলিকাতা-৭০০০১১

৯/১/৯৫

বি জ্ঞ প্তি

এ্যাসিস্টান্ট ইঞ্জিনীয়ার, এগ্রি-ইরিগেশন, ফুলতলা, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করিতেছেন। কাজের বিশদ বিবরণ উক্ত অফিস হইতে বেলা ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত যে কোন অফিসের দিনে জানা যাইবে।

কাজের নাম— মধুপুর ডিপ টিউবওয়েল সেন্টারে আর, সি, সি পাইপ লাইন মেরামতির কাজ।

বায়নার পরিমাণ—৫৭৫ টাকা

দরখাস্ত দাখিলের শেষ তারিখ—২৭/১/৯৫

অনুমোদিত বরাদ্দ—২৮,২৯৫ টাকা

এ্যাসিস্টান্ট ইঞ্জিনীয়ার
রঘুনাথগঞ্জ কৃষি সেচ উপবিভাগ

পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজ

সাগরদীঘি ঃ এই ব্লকের মনিগ্রাম পঞ্চায়েত বেশ কিছু উন্নয়ন কাজ করে চলেছেন। এগুলির মধ্যে মনিগ্রাম রেল ষ্টেশন পর্যন্ত পাকা রাস্তা, ঈদগাহার মোড় থেকে পোষ্ট অফিস, চাঁদপাড়া সেখপাড়া থেকে উপলাই বিলের ধার, কড়াইয়া মসজিদ থেকে দক্ষিণপাড়ার শেষ পর্যন্ত রাস্তায় মোরাম। এছাড়াও কড়াইয়ায় বনসৃজন প্রকল্পে পাঁচ হাজার গাছ লাগানো হয়েছে। তপশীলি জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে ৮০ জনকে বাড়ী তৈরীর অনুদান দেওয়া হয়েছে ৫শো থেকে ১৫শো টাকা। ৮টি গভীর নলকূপ, ১২টি নলকূপ পুনঃ স্থাপন, ১৬টি অগভীর নলকূপ বসানো, ১০টি অগতীর নলকূপ সংস্কার করা হয়েছে। এছাড়াও পঞ্চায়েত ভবনটি নূতন করে নির্মিত হয়েছে বলেও জানা যায়।

গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

গ্রাহকদের কথা চিন্তা করে আমরা দীর্ঘদিন ধরে একই দামে পত্রিকা দিয়ে আসছিলাম। কিন্তু নিউজপ্রিন্টের দাম অসদ্ভাবিকভাবে ক্রমাগত বেড়ে চলায় আমরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছি। তাই বাধ্য হয়ে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫ এর প্রথম সংখ্যা থেকে প্রত্যেক সংখ্যা পত্রিকার দাম ৭৫ পয়সা এবং বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩০.০০ টাকা করতে বাধ্য হলাম।

সীমিত ২৫ ওভারের ক্রিকেট

সাগরদীঘি ঃ গত ৭ জানুয়ারী এই থানার বেলড়িয়া স্কুল ময়দানে 'জিলেট ও ম্যালোরা আশুতোষ স্মৃতি কাপ' সীমিত ২৫ ওভারের ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনালে দেবগ্রাম যুব সংঘ ও রঘুনাথগঞ্জ জাগরণী সংঘের খেলায় দেবগ্রাম যুব সংঘ জয়লাভ করে। দেবগ্রামের রাণ সংখ্যা ৮৭ ও রঘুনাথগঞ্জ জাগরণীর রাণ সংখ্যা ৭৯।

আবোল-তাবোল (২য় পৃষ্ঠার পর)

'এই যে সেদিন বল্লেন সাঁইত্রিশ, আর গিন্নী চোখ বুঝতেই বত্রিশ বনে গেলেন ? এক ধাক্কায় পিছন পানে পাঁচটি বছর লাফ ?' জুলফির পাক ঢেকে বিপত্নীক বলেন, 'বাইশ বলিনি, এই তোমার বাপের ভাগ্যি। বাজে কথা খর্চা না করে কণে খোঁজো !'

মেয়েদের বয়স অমন না কমলেও বাড়তে চায় না কিছুতেই। নায়িকাটি ফিল্মে যেদিন এলেন সেদিনও তেইশ আর যেদিন রোল্ না পেতে পেতে রিটায়ার করলেন সেদিনও তেইশ। প্রেস কনফারেন্সে জানালেন, মাত্র তেইশেই অভিনয় ছেড়ে প্রযোজনায় চলে যাচ্ছেন। সাংবাদিকরা হায় হায় করে জিজ্ঞেস করল, 'দু যুগ আগে তবে ক'বছর বয়েসে অভিনয়ে এসেছিলেন ?' উত্তরে ভ্রু নাচিয়ে নায়িকা বল্লেন, 'দু যুগ... মানে চব্বিশ বছর, ও। যখন প্রথম নায়িকা হিসাবে ফিল্মে আসি তখন আমার জন্মই হয়নি। তেইশ থেকে চব্বিশ বিয়োগ করলে তাই দাঁড়ায়। যত বিদ্ঘুটে প্রশ্ন ; এমন করলে ইন্টারভিউ দেব না।'

এক ভদ্রলোক খবর নিয়ে জানতে পারলেন, সাত বছর আগে বন্ধুপুত্রের জন্য যে মেয়েটিকে দেখতে গিয়েছিলেন, তার এখনও বিয়ে হয়নি। শুনে দুঃখ হল। আর একটি বয়স্ক পাত্রের বাপকে ধরে নিয়ে গেলেন সেখানে, ভাবলেন মানিয়ে যাবে। কন্যার পিতাকে জিজ্ঞেস করা হল, মেয়ের বয়স কত হল ?' তিনি মুখস্থ আওড়ে দিলেন, 'সাতাশ'। 'সে কি মশাই, সাত বছর আগেও তো বল্লেন সাতাশ !' আকর্ণ হেসে মেয়ের বাপ বল্লেন, 'ভদ্দরলোকের এক কথা।' জীবনে কোথাও কথা রাখতে পারেন না বলে ভদ্রলোকের দুর্নাম ছিল। তাই মেয়ের বয়সের কথাটা নড়চড় করেন না।

সি, এম, ও, এইচের কাছে ডেপুটেশন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৫ জানুয়ারী হাসপাতাল বাঁচাও কমিটির পক্ষ থেকে প্রদীপ নন্দী, গৌতম রুদ্র, মৃণাল ব্যানার্জী ও সুজিত বসু সি এম ও এইচের কাছে হাসপাতালের চরম অব্যবস্থা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে এক ডেপুটেশন দেন। তাঁরা অভিযোগ করেন কয়েকজন কর্মীর বিরুদ্ধে লাখ লাখ টাকা গোলমালের অভিযোগ থাকলেও তাঁরা বহাল তবিয়তে কাজ কারবার চালিয়ে যাচ্ছেন। সি এম ও এইচ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন বলে জানা যায়। অপরদিকে সারা ভারত যুব লীগের পক্ষে রঘুনাথগঞ্জ লোকাল কমিটি মহকুমা হাসপাতালের সুপারের কাছে ১১ দফা দাবীসনদ পেশ করেছেন বলে যুব লীগের স্থানীয় সম্পাদক কবির সেখ জানান।

ফরাক্কা বৃহৎ তাপবিদ্যুৎ (১ম পৃষ্ঠার পর)

কার্য্যক্ষমের অবস্থায় চলেছে। এ বৎসর সবচেয়ে কম তেল খরচ হয়েছে ১·০২ মিলি লিটার প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টায় এবং কয়লা সরবরাহের পরিমাণ ছিল ৪,৪৩,৪১৬ মেট্রিক টন। ১৯৯৪ এর ডিসেম্বরেই ছিল মাসিক সর্বোচ্চ হিসাব। উৎপাদনের ১৬০০ মেগাওয়াট পঃ বঙ্গে, বিহারে, ওড়িষ্যায়, সিকিমে ও দামোদর ভ্যালি করপোরেশনকে দেওয়া হয়। এখন অন্ধ্রপ্রদেশকেও দেওয়া হচ্ছে। জেনারেল ম্যানেজার সোহল গর্বের সঙ্গে বলেন—এই উৎপাদন লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে প্রোজেক্টের প্রায় ২ হাজার কর্মী পরিবারের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও আত্মনিয়োগের ফলেই।

প্রচুর চাল বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

যায় খেজুরতলা ঘাট দিয়ে খোলা চালান বন্ধ থাকলেও চোরাচালান অন্য দিক দিয়ে চলছেই। চাল এবং বিভিন্ন দামী জিনিস গোপনে যাচ্ছে। রঘুনাথগঞ্জ থানায় একটু বেশী তৎপরতা চলতে থাকায় সাগরদীঘি থানা এলাকায় আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে চোরা চালান-কারীরা। গরু, চাল, চিনি প্রভৃতি সাগরদীঘির বিভিন্ন অঞ্চল হয়ে মনিগ্রাম ইদগাহা ও বটতলার মধ্যে দিয়ে লালগোলা সীমান্ত অতিক্রম করছে। জানা যায় এই অঞ্চলে চোরাই মাল বেশীর ভাগই পার হচ্ছে রাজরামপুর এবং কুলগাছি ঘাটগুলি দিয়ে। ব্যাপক পাচারের ফলে সাগরদীঘি, রঘুনাথগঞ্জ প্রভৃতি এলাকায় চালের দাম নামতে নামতে আবার বৃদ্ধির মুখে।

বাঘিড়া নন্দী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২২৯

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানি জোড়, পাঞ্জাবির কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ছবিসহ পরিচয়পত্র তৈরীর কাজ শুরু হচ্ছে শীঘ্রই

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টি, এন, শেষণের নির্দেশ এসেছে, ভোটারদের ছবিসহ পরিচয়পত্রের কাজ তাড়াতাড়ি শুরু করতে হবে। এ খবর জানান জঙ্গিপুরের ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক এম, এন, প্রধান। তিনি আরও জানান, এ ব্যাপারে জেলা-শাসক সংকারী পর্যায়ে সভাও করেছেন। আমাদের পত্রিকা দপ্তরে অভিযোগ আসছে নির্বাচন কমিশনের পাঠানো ভোটারদের সচেতন করার উদ্দেশ্যে ছাপানো বাংলা পোষ্টারগুলি জনবহুল এলাকায় লাগানো হয়নি। রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের পঞ্চায়েতগুলিতে, যেখানে অশিক্ষিত ভোটার বেশি, সেখানে পোষ্টারগুলি বেশি দেখা যাচ্ছে না। এগুলি না লাগানোর পিছনে কোন দুরভিসন্ধি আছে বলে অনেকে অভিযোগ করেন। ভোটাররা সচেতন হলে অসুবিধা হবে এমন ভয় যে সব রাজনৈতিক দলের আছে, তাঁদের গোপন নির্দেশ কাজ করছে। পোষ্টারগুলি জনসমক্ষে আসুক তাঁরা চান না, এটাই আসলে পোষ্টার-গুলি না লাগানোর কারণ। আরও অভিযোগ, ভোটারলিষ্টে প্রচুর ভুল রয়েছে। সংশোধন করার জন্য ১৪ জানুয়ারী শেষ দিন ধার্য হলেও প্রয়োজনীয় ফর্মগুলি পঞ্চায়েত অফিসগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে না। গত ৪ জানুয়ারী মিঠিপুর পঞ্চায়েত অফিসে এই প্রতিবেদক জানতে পারেন, বিডিও অফিস থেকে সংশোধনের ফর্মগুলি পঞ্চায়েত অফিসে আজও পাঠান হয়নি।

নববর্ষ স্মরণে একদিনের ক্রিকেট

জঙ্গিপুর : ইংরাজী নববর্ষ স্মরণে ১ জানুয়ারী বাবুবাজারের ব্যবসায়ীরা বোলতলা মাঠে একদিনের এক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। বিজয়ী পক্ষের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সমিতির সভাপতি প্রবীর চক্রবর্তী।

সত্য কিনা সন্দেহ (১ম পৃষ্ঠার পর)

জানাচ্ছেন অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন বলে জানান। প্রয়োজনে আজিমগঞ্জ—নলহাটী ভায়া সাগরদীঘি লাইনে ট্রেনে চলাচল বন্ধ করার আন্দোলনেও জনগণ নামতে বাধ্য হবেন বলে সাগরদীঘির যুব কংগ্রেস নেতা অজয় ভকত আমাদের প্রতিনিধিকে জানান।

হক ফার্মেসী

রঘুনাথগঞ্জ (গাড়ীঘাট) মুর্শিদাবাদ

(বৃহস্পতিবার বন্ধ)

নিম্নলিখিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

১। জেনারেল সার্জেন।
২। স্নায়ু ও মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ।
৩। নাক, কান ও গলা বিশেষজ্ঞ।
৪। দাঁত ও মুখ রোগ বিশেষজ্ঞ।
৫। প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ।
৬। শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ।
৭। চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ।
৮। চর্ম, যৌন ও কুষ্ঠ রোগ বিশেষজ্ঞ।

অর্থোপেডিক সার্জেন (সোম, বৃহ, শনি), ফিজিসিয়ান প্রতি সোমবার

বিঃ দ্রঃ—এছাড়া অন্যান্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তালিকা পরে জানানো হবে।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।